জাপানের বিশ্ব স্বাস্থ্য কূটনীতির রূপকার প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে

ড. শেখ আলীমুজ্জামান (জাপান)

শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁর অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছি। শিনজো আবের অসামান্য নেতৃত্ব জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতে স্থিতিশীলতা আনে এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক অঙ্গনে দেশটির মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি এবং সেই সুবাদে গঠিত চতুর্দেশীয় নিরাপত্তা সংলাপ- 'কোয়াড' এর মূল প্রবর্তক হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে তিনি সমাদৃত।তবে এসব সর্বজনবিদিত বিষয়ের বাইরে, স্বাস্থ্যকে জাপানের ভূ-রাজনৈতিক কূটনীতির অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে, যা অনেকেরই অজানা।

শিনজো আবে ২০১২ সালে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রেক্ষাপটে জাপান তার বৈদেশিক নীতিতে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘোষণা প্রদান করে।ঘোষণার মুখবন্ধে উল্লেখ করা হয়, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সুফলে জাপানীরা বিশ্বের দীর্ঘায়ু জাতিগুলির অন্যতম। বিগত অর্ধ-শতাব্দীকালেরও বেশী সময় ধরে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা (ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার) চালু রেখে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলকেই সমমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে জাপান। এক্স-রে, সি-টি, এমআরআই, আল্ট্রাসনোগ্রাম ডিভাইস নির্মাণ সহ মেডিকেল প্রযুক্তির বিশ্ববাজারে দীর্ঘকাল শীর্ষে অবস্থান করার সুবাদে স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতেও জাপান অগ্রগামী।এই প্রেক্ষাপটে জাপান তার স্বাস্থ্যসেবার মডেলটি সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে চায়, কারণ বৈশ্বিক নিরাপত্তার সাথে জনগণের সু-স্বাস্থ্য অপরিহার্যভাবে সম্পৃক্ত।

বিদেশে যে কোন জাপানি প্রকল্প সাধারণত পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অন্তর্ভুক্ত জাইকার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।তবে স্বাস্থ্য কূটনীতির প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের পাশাপাশি অর্থ-বাণিজ্য-শিল্প মন্ত্রণালয়কে (মেটি) সংযুক্ত করে, শিনজো আবের ব্রেইনচাইল্ড হিসাবে খ্যাত কন্সোর্টিয়াম 'মেডিকেল এক্সেলেন্স জাপান' গঠন করা হয়।মেডিকেল এক্সেলেন্স জাপান এর উপদেষ্টা হিসাবে বাংলাদেশে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আমাকে আহবান জানানো হলে প্রথমে দোটানায় পড়েছিলাম। একদিকে জাপানে দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্চিত পদ। অপরদিকে বাংলাদেশে জাপানি স্বাস্থ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করার নতুন চ্যালেঞ্জ।শেষ পর্যন্ত দেশপ্রেমই জয়ী হয়, পরিবারের সম্মতি নিয়ে ২০১২ সালে আমি বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী আবের ব্রেইনচাইল্ড প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

মেডিকেল এক্সেলেন্স জাপান এর দুটি অংশ আছে, ইন-বাউন্ড ও আউট-বাউন্ড প্রকল্প।ইন-বাউন্ড প্রকল্পে বিদেশীদের জন্য জাপানের অভ্যন্তরে কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়, সহজ ভাষায় যেটাকে বলা হয় মেডিকেল ট্যুরিজম।বাংলাদেশ থেকে জাপানে মেডিকেল ট্যুরিজম চালু করার লক্ষ্যে, ২০১২ সালের ২৯ জুন ঢাকার রেডিসন ব্লু হোটেলে একটি আন্তর্জাতিক মেডিকেল সেমিনার আয়োজন করা হয়, যেখানে জাপানের একটি উচ্চ পর্যায়ের মেডিকেল টিম অংশগ্রহণ করে।সেমিনারে, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রী সহ অনেক গণ্যমান্য ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। জাপানের উন্নত

স্বাস্থ্যসেবা সমূহের কথা তুলে ধরে, মেডিকেল ট্যুরিস্ট হিসাবে জাপান ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয় বাংলাদেশীদের। সেমিনার শেষে উচ্চ পর্যায়ের মেডিকেল টিমটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে মেডিকেল এক্সেলেন্স জাপান এর কার্যক্রম তুলে ধরে। ফলশ্রুতিতে জাপান দূতাবাস থেকে প্রথমবারের মতো মেডিক্যাল ভিসা প্রদান করা শুরু হয়।মেডিকেল ট্যুরিজমের অংশ হিসাবে ২০১৩ সালের এপ্রিলে মাসে এফবিসিসিআই এর সদস্যদের জন্য আয়োজিত সাকুরা হেলথ চেক ট্যুরে সপরিবারে জাপান ভ্রমণ করেন, এফবিসিসিআই এর তৎকালীন পরিচালক ও পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট মো: জসীম উদ্দীন, পরিচালক আব্দুল হক প্রমুখ।

পরবর্তীতে আউট-বাউন্ড প্রকল্প, অর্থাৎ জাপানী স্বাস্থ্য সেবা পদ্ধতির একটি মডেল বাংলাদেশে প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে মেডিকেল এক্সেলেন্স জাপান এর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রেক্ষিতে, ২০১৪ সালে আমি ঢাকায় মেডিকেয়ার জাপান নামক একটি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় এবং জাপানের মেটি ও জাইকার সহায়তায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাপানী পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা 'নিঙ্গেন ডক' প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।এর মধ্যে জাইকার সহযোগিতায়, গাজীপুরের শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে বাস্তবায়িত নিঙ্গেন ডক প্রকল্পটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ্যোগ্য। কারণ এই প্রকল্পটি পোশাক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা সহায়তা প্রদান করার একটি মডেল হিসাবে বাস্তবায়িত হয়েছিলো।টঙ্গীতে ২০১৮ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়, পোশাক শ্রমিকদের জন্য বেতন কাঠামো ছিলো- বেসিক ৪১০০+বাসা ভাড়া ২০৫০+স্বাস্থ্য ভাতা ৬০০+যাতায়ত ৩৫০+খাবার ৯৫০ = মোট ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা, যা নিতান্তই অপ্রতুল। আমাদের প্রস্তাবনা ছিলো, বেতন তথা স্বাস্থ্য ভাতা যেহেতু অপ্রতুল এবং মালিক পক্ষ যেহেতু বেতন বাড়ানোর বিপক্ষে তাই সরকার যদি বিনামূল্যে পোশাক শ্রমিকদের জন্য বছরে একবার নিঙ্গেন ডক সেবা ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করে তবে তাঁরা উপকৃত হবেন।কারণ নিঙ্গেন ডক এর মাধ্যমে অসুস্থ হবার আগেই স্বাস্থ্য ঝুঁকি শনাক্ত করা যাবে, ফলে পোশাক শ্রমিকদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় কমবে। সরকার তখন আমাদের কাছে জানতে চায়, ন্যুনতম কতো টাকায় নিঙ্গেন ডক করা সম্ভব।এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা দেড় হাজার পোশাক শ্রমিকের নিঙ্গেন ডক করিয়ে সরকারকে অবগত করি, যে মাত্র পনেরোশত টাকায় পোশাক শ্রমিকদের জন্য নিঙ্গেন ডক করানো সম্ভব, যাতে থাকবে হেলথ ইন্টারভিউ+বায়োমেট্রিক্স + ইসিজি+ বুকের এক্সরে+ পেটের আল্ট্রাসোনোগ্রাম+ রক্ত পরীক্ষা+ মূত্র পরীক্ষা+ রেকর্ড পর্যালোচনা+ ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্সহন ও পরামর্শ। দু:খের বিষয় প্রকল্পটি করোনা মহামারির কারণে হঠাৎ স্থগিত হয়ে যায়।তবে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং আমরা আশাবাদী ভবিষ্যতে এই মডেলটি গৃহীত হবে।

এর পর করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে ও শারিরীক অসুস্থতার কারনে ২৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে পদত্যাগ করার ঘোষণা করলে বাংলাদেশে মেডিকেল এক্সেলেন্স জাপান এর কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে আসে। তবে মেডিকেয়ার জাপান এখনও সচল আছে এবং নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেতে

স্থাপিত ‘মেডিকেয়ার জাপান’ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অত্যন্ত সাশ্রয়ী মুল্যে নিঙ্গেন ডক সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।স্বদেশ সেবা করার অমূল্য সূযোগ প্রদান করার জন্য, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ও তাঁর ব্রেইনচচাইল্ড মেডিকেল এক্সেলন্স জাপান এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

(প্রথম প্রকাশ: শিনজো আবে স্মরণ সংখ্যা
জাপান প্রবাসী বাংলাদেশীদের শোক-কথন
কাজী ইনসানুল হক সম্পাদিত
প্রকাশ কাল- জানুয়ারী ২০২৪)

Email: sheikhaleemuzzaman@gmail.com
Web: sheikhaleemuzzaman.com